

বাইওকেমিক

মেটরিয়া মেডিকা

ইউ. এম. সামন্ত



মডার্ন পাবলিকেশন্স

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবদেহের নির্মান ও কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে আছে	১-২
কোন্ দ্রব্য প্রস্তুত হইতে কি কি আবশ্যিক	৫
পীড়া কি	৬
কোথা হইতে কিরূপে ধাতব পদার্থাদি গৃহীত হয়	৭
কয়েকটি আহার্যবস্তু ও মনুষ্যের রক্তে কি পরিমাণে	
ধাতব দ্রব্য বর্তমান আছে	৮
কিরূপে ঔষধের চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়	১০
চূর্ণ কি দ্রব ঔষধ ব্যবহার করা উচিত	১২
কোন ক্রম ব্যবহার হয়	১৪
ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা	১৪
কতক্ষণ অন্তর ঔষধ প্রয়োগ কর্তব্য	১৭
ঔষধের মাত্রা	১৮
ঔষধের পর্য্যায় ব্যবহার	১৮
কোন ঔষধ কাহার সহিত মিশ্রিত হয়	১৯
ঔষধ গুলির বাহ্যপ্রয়োগ	২১
চিকিৎসকগণের প্রতি	২২

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। ক্যালকেরিয়া-ফ্লোরিকা	২৩-৩৮
২। ক্যালকেরিয়া-ফস্ফরিকা	৩৮-৬৯
৩। ক্যালকেরিয়া-সাল্ফিউরিকা	৬৯-৮০
৪। ফেরাম-ফস্ফরিকাম	৮০-১০৪
৫। কেলি-মিউরিয়েটিকাম	১০৫-১২০
৬। কেলি-ফস্ফরিকাম	১২০-১৫১
৭। কেলি-সাল্ফিউরিকাম	১৫১-১৬৪
৮। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফরিকাম	১৬৪-১৮৬
৯। নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম	১৮৭-২৩১
১০। নেট্রাম-ফস্ফরিকাম	২৩১-২৫১
১১। নেট্রাম-সাল্ফিউরিকাম	২৫১-২৭৮
১২। সাইলিসিয়া	২৭৮-৩১০

বাইওকেমিক মেটরিয়া মেডিকা

জীবদেহের নিৰ্মাণ

জীবদেহ (অর্গানিক) জাতবও (ইন-অর্গানিক) ধাতব বা পার্থিব এই দুই পদার্থ দ্বারা নিৰ্মিত। জাতব পদার্থসকল ধাতব পদার্থের সাহায্যে ভিন্ন শারীরিক কার্যে কার্যকরী হয় না ; এই ধাতব বা পার্থিব পদার্থ অতি সূক্ষ্মমাত্রায় ও অল্প পরিমাণে শরীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। মনুষ্য শরীরের উপকরণাদি বিভাগ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, একজন ৭৭ সের ওজনের মনুষ্যদেহে ২১১০ সের মাত্র কঠিন দ্রব্য ও অবশিষ্ট অংশ জলীয় পদার্থ ; উক্ত ২১১০ সের কঠিন পদার্থ মধ্যেও অধিকাংশই জাতব পদার্থ ; উক্ত জাতব পদার্থসকল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সুগার অর্থাৎ শর্করা, ফ্যাট অর্থাৎ চর্বি ও অন্যান্য অন্তলালিক পদার্থ; উক্ত সুগার অর্থাৎ শর্করাময় পদার্থ ও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা নিৰ্মিত। ৭৭ সের ওজন মধ্যে চর্বি ৬ সের মাত্র। এই চর্বিও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং অন্তলালিক পদার্থ মধ্যে বিশুদ্ধ অন্তলালা, ফাইব্রিন অর্থাৎ সৌত্রিক, কেজিন অর্থাৎ ছানাময়, গুটিন অর্থাৎ শীরিষবৎ পদার্থ, জিলেটিন অর্থাৎ জেলিনামক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; এই সমস্ত পদার্থেই সাল্ফার ও ফস্ফরাস নামক ধাতব পদার্থ বিদ্যমান আছে, ধাতব পদার্থ ভিন্ন এই সকলে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন আছে। শরীরে যে অন্তলালময় পদার্থ বর্তমান আছে, তাহা ডিম্বের অন্তলালা সদৃশ বিশুদ্ধ। রক্তের জলীয়াংশে এই অন্তলালা বর্তমান আছে ; পরীক্ষা দ্বারা ইহার পরিমাণ দেখা হইয়াছে। শরীরে মোট অন্তলালা কিঞ্চিদধিক ২ সের জিলেটিন ৭১০ সাড়ে সাত সের ও সৌত্রিক পদার্থ ২ দুই সের মাত্র। গমের ময়দা হইতে যে আটাবৎ স্থিতিস্থাপক পদার্থ

পাওয়া যায়, তাহাই গুটিন ; কেজিন বা ছানাবৎ পদার্থ সচরাচর শুক, সিম, মটর ও ফুলকপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। জিলেটিন, ফাইব্রিন ও অভলালাময় সমস্ত পদার্থ মিলিয়া মোট ১২ বার সের মাত্র। অবশিষ্ট ৪ চার সের মাত্র ধাতব পদার্থ।

জীবন্ত মনুষ্য শরীরে জলীয় পদার্থ শতকরা ৭০ অংশ, ধাতব লবণ ৫ অংশ, জাতব পদার্থ অর্থাৎ শর্করা, চর্বি ও অভলালাদি ২৫ অংশ মাত্র।

কোন দ্রব্য কি পরিমাণে আছে?

জীব-শরীর দণ্ড করিলে জলীয়াংশ ও জাতব পদার্থাদি পুড়িয়া ধূম্রাকারে উড়িয়া যায়, কেবলমাত্র এই ধাতব পদার্থটুকু ভস্মরূপে অবশিষ্ট থাকে। ইহারাই জীব শরীরে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ গুস্‌লার মৃত্যুর পূর্বেই তাহার শেষ সংস্করণ পুস্তকে ১২ বারটি ঔষধের পরিবর্তে ১১ এগারটির আবশ্যিকতা অনুভব করেন ; তিনি ক্যাল্‌কে-সাল্‌ফের আবশ্যিকতা অনুভব করেন নাই ; কিন্তু আমরা তাহাতে অনেক সময় বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি ; এজন্য তাহা ছাড়িলাম না। এই ধাতব পদার্থ মোট ১২টি মাত্র ; ইহাদের নাম যথা :-

ধাতব পদার্থের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	সাক্ষেতিক নাম
১। ক্যাল্‌কেরিয়া-ফ্লোরিকাম (Calcareo Fluoricum)	ক্যাল্‌-ফ্লোর (Cal-Fluor)	সি, এফ (C.F.)
২। ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস্‌ফরিকাম (Calcareo Phosphoricum)	ক্যাল্‌-ফস (Cal-Phos)	সি, পি (C.P.)
৩। ক্যাল্‌কেরিয়া-সাল্‌ফিউরিকাম (Calcareo Sulphuricum)	ক্যাল্‌-সাল্‌ফ (Cal-Sulph)	সি, এস (C.S.)
৪। ফোরাম-ফস্‌ফরিকাম (Ferrum Phosphoricum)	ফের-ফস (Ferr-Phos)	এফ, পি (F.P.)

ধাতব পদার্থের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	সাম্ভেতিক নাম
৫। কেলি-মিউরিয়েটিকাম (Kali Muriaticum)	কেলি-মিউর (Kali-Mur)	কে, এম (K.M.)
৬। কেলি-ফস্ফরিকাম (Kali Phosphoricum)	কেলি-ফস (Kali-Phos)	কে, পি (K.P.)
৭। কেলি-সাল্ফিউরিকাম (Kali Sulphuricum)	কেলি-সাল্ফ (Kali-sulph)	কে, এস (K.S.)
৮। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফরিকাম (Magnesia Phosphoricum)	ম্যাগ-ফস (Mag-phos)	এম, পি (M.P)
৯। নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম (Natrum Muriaticum)	নেট্-মিউর (Nat-Mur)	এন, এম (N.M.)
১০। নেট্রাম-ফস্ফরিকাম (Natrum Phosphoricum)	নেট্-সাল্ফ (Nat-Phos)	এন, পি (N.P.)
১১। নেট্রাম-সাল্ফিউরিকাম (Natrum Sulphuricum)	নেট্-সাল্ফ (Nat-Sulph)	এন, এস (N.S.)
১২। সাইলিসিয়া (Silicea)	সিলিকা (Silic)	সিল (Sil.)

এই দ্বাদশটি ভিন্ন আরও কয়েকটি ধাতব পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কার্বনেট-অফ-লাইমের অংশ বেশী, ইহা অস্থিতে বর্তমান থাকে, এই সকল ধাতব দ্রব্য বিশেষ কার্যকরী নহে, এইজন্য ঔষধরূপে ইহারা ব্যবহৃত হয় না।

বেথনাল গ্রিগমিউজিয়াম নামক স্থানে ১৫৪ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৭ সের ওজনের মনুষ্য-শরীরের উপাদান সকল পরীক্ষা দ্বারা যে সব দ্রব্য যে পরিমাণে দেখিয়াছেন, তাহার একটি প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

ধাতব দ্রব্য

দ্রব্য	পাউণ্ড	আউন্স	গ্রেণ
ক্যাল্কে-ফস	৫	১৩	০
ক্যাল্কে-ফ্লোর	০	৩	০
ক্যাল্কে-সাল্ফ	অতি সামান্য		
সোডিয়াম-ক্লোরাইড	০	৩	৩৬৭
সোডি-সাল্ফ	০	১	১৭০
সোডি-ফস	০	০	৪০০
পটাস-সাল্ফ	০	০	৪০০
পটাস-ক্লোরাইড	০	০	১০
পটাস-ফস	০	০	১০০
ম্যাগ-ফস	০	০	৭৫
ফেরাম	০	০	১৫০
সাইলিসিয়া	০	৯	৩
জল	১১১	০	০

জান্তব দ্রব্য

দ্রব্য	পাউণ্ড	আউন্স	গ্রেণ
জিলেটিন	১৫	৬	০
চর্কি	১২	০	০
ফাইব্রিণ	৪	৪	০
এল্‌বুমেন	৪	৩	০
কার্বনেট	১	১	৭২

এই জান্তব পদার্থ সকল শরীরস্থ কোষসমূহের স্থায়ী উপকরণ ; এই সকল জান্তব পদার্থ শারীরিক নিজ কার্য সম্পাদনার্থে নিজের

আবশ্যকানুযায়ী নির্দিষ্ট ধাতব পদার্থ সকলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নির্দিষ্ট কোষসমূহ প্রস্তুত করিয়া কার্যোপযোগী হইয়া থাকে। যদিও ধাতব পদার্থের পরিমাণ অতি অল্প, তথাপি ইহাদের কার্য অতিশয় বিস্তৃত। আর এই ধাতব পদার্থের সাহায্য বা মিলন ব্যতীত জান্তবপদার্থ সকল কার্যোপযোগী হইতে পারে না।

কোন দ্রব্য প্রস্তুত হইতে কি কি আবশ্যিক?

সর্বদাই অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেক সঞ্চালনে ও সামান্য বিষয় চিন্তা করিতে হইলেও শারীরিক কোষসমূহের ধ্বংস হয় এবং নূতন কোষসমূহ প্রস্তুত হইয়া উক্ত ধ্বংস কোষ বা অংশ সকলের পূরণ হইয়া থাকে। শরীরস্থ কোষ সমূহ প্রত্যেক ৪০ দিবস মধ্যে পুরাতনগুলি ধ্বংস হইয়া নূতন কোষ সকল দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।* মস্তিষ্ক কোষ বা পেশীকোষসমূহ কেলি-মিউরিয়েটিকামের সাহায্য ভিন্ন প্রস্তুত হইতে পারে না। নেট্রাম-মিউরিয়েটিকামের সাহায্য ব্যতীত লালা প্রস্তুত হইতে পারে না। পেশীকোষ ও রক্তকণিকা সকল প্রস্তুত হইবার জন্য ফেরাম-ফস, কেলিফসের প্রধান সাহায্য আবশ্যিক। দন্ত, অস্থি ও রক্তকণিকার জন্য ক্যালকে-ফসের বিশেষ আবশ্যিক। চর্ম, লোম, নখ ও স্নায়ুর আবরণ সাইলিসিয়ার সাহায্য ভিন্ন প্রস্তুত হয় না।

স্নায়ু-কোষসমূহে ম্যাগ্নেসিয়া-ফসফেট, পটাস-ফসফেট, ক্যালকেরিয়া-ফসফেট, সোডিয়াম-ফসফেট ও ফেরাম-ফসফেট আছে।

পেশীকোষসমূহে উক্ত সমস্তগুলি ভিন্ন পটাস-ক্লোরাইড আছে।

সাইলিসিয়াই সংযোজক তন্তুকোষের প্রধান দ্রব্য হইলেও ক্যালকেফসের আবশ্যিক।

ক্যালকে-ফ্লোর স্থিতিস্থাপক তন্তুকোষের প্রধান দ্রব্য।

* Guide to food collection—Bathnal Green Museum.

অস্থিকোষ সমূহে ক্যাল্কে-ফ্লোর, ম্যাগ-ফস এবং প্রচুর পরিমাণে ক্যাল-ফস আছে।

নেট্রাম-মিউরই উপাস্থি ও স্ট্রেন্টিক-ক্লী কোষসমূহের প্রধান দ্রব্য। চুল কোষে ফেরাম-ফসও আছে।

ইহার দ্বারায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রত্যেক প্রকার দ্রব্যের কোষসমূহ প্রস্তুত হইতে তাহাদের ঠিক আবশ্যকীয় ধাতব পদার্থের বিশেষ সাহায্য আবশ্যিক। যখন উক্ত ধাতব পদার্থ সকল ঠিক পরিমাণে জাত্ব পদার্থসহ মিলিত হয়, তখনই কোষ সমূহ দ্বারা শারীরিক বিধান সকল অর্থাৎ রক্ত, পেশী, স্নায়ু, অস্থি আদি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যখন উক্ত ধাতবপদার্থের আবশ্যকীয় পরিমাণের বা গুণের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়, তখনই কোষসমূহ অকর্মণ্য হইয়া রক্তাদি শারীরিক বিধান সকলের পরিপোষণ করিতে অপারক হয়। কাজেই শরীরস্থ কার্যের ব্যাঘাত জন্মায়, এই সকল সত্যতা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পীড়া কি?

জার্শ্বেণীর প্রধান বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ভির্কো বলেন, কোষসমূহের বিকৃতাবস্থাই পীড়া; এবং উপরি উক্ত সত্যতা দৃষ্টে তাহা নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে। মহামতি ডাক্তার ওস্কার এই সত্যতা অবলম্বন করিয়া কিরূপে উক্ত পীড়িত কোষ সমূহকে তাহাদের অভাব পূরণ করিয়া পুনরায় কার্যোপযোগী করিতে পারা যায়, তাহার অনুসন্ধান ও পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া তিনি এই নূতন চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া সংসারের প্রধান ও মহৎ অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন। মহামতি ওস্কার উক্ত কোষ সকলের প্রধান আবশ্যকীয় ধাতব বস্তু সকল অতি সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, যাহার অভাবে উক্ত কোষ সকল

বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহা সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করায় উক্ত অভাব পূর্ণ হইয়া কোষ সকল পুনরায় নূতন ও কার্যকরী হইয়া উঠিল। এই দ্বাদশটি ধাতব লবণের যে কোনটির অভাব হয় ও যেটির অভাবে যেরূপ লক্ষণাদি ও শারীরিক বিকৃতি হয়, সেই লক্ষণ সকল পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া উক্ত ধাতব দ্রব্য সকলের সূক্ষ্মমাত্রায় পূরণ করিয়া পীড়া বা লক্ষণ সকল আরোগ্য করিতে লাগিলেন।

কোথা হইতে ও কিরূপে ধাতব পদার্থাদি গৃহীত হয়

আহার, পানীয়, সূর্য্যকিরণ ও নিঃশ্বাসপথে বায়ুগ্রহণ ইত্যাদি দ্বারা জীব ধাতব পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা যে সকল দ্রব্য আহার ও পান করি, তাহা পাকস্থলী, যকৃৎ, ক্রোম ইত্যাদির রসের সহিত মিলিত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয়। রক্তে উক্ত ধাতব পদার্থ নিচয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জন্যই শরীরধারণ ও সুস্থ থাকে। আহাৰ্য্য বস্তু সকলে এই ধাতব পদার্থ বর্তমান আছে। বৃক্ষ লতা ও শস্য সকল, মৃত্তিকা, বায়ু, জল ইত্যাদি হইতে উক্ত পদার্থ সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন মৃত্তিকার উর্ধ্বরতা শক্তির হ্রাস হয় তখন তথা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ লতা বা শস্যাদি ভালরূপে উৎপন্ন ও প্রকষ্টরূপে পরিপুষ্টি হইতে পারে না। যখন ভূমির উর্ধ্বরতা-শক্তি নষ্ট হয় তখন তাহাতে পটাস, সোডা লাইম্ ইত্যাদি সাররূপে প্রয়োগের আবশ্যক হয়। এবং এই সকল দ্রব্যই বৃক্ষ লতাদি দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। আবার জীব উক্ত বৃক্ষ জাত ফল, লতা ও শস্যাদি আহার করিয়া সেই সকল ধাতব পদার্থ গ্রহণ করে। এইরূপে জীব শরীরে ধাতব পদার্থ গৃহীত হয়। যখন অনুর্ধ্বর ভূমিতে উৎপন্ন শস্য আহার করা হয়, তখন শরীরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধাতবদ্রব্য গৃহীত হয় না। অথবা আহাৰ্য্য বস্তু যদি সুন্দররূপে পরিপাক না হয় তাহা হইলেও উক্ত ধাতবপদার্থ সম্যকরূপে গৃহীত হয় না।

কয়েকটি আহার্যবস্তু ও মনুষ্যের রক্তে কি পরিমাণ ধাতব পদার্থ বর্তমান আছে

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জাতব পদার্থ সকল পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় ও ধাতব পদার্থ সকল ভস্মরূপে বর্তমান থাকে।* একশত গ্রেণ গম দগ্ধ করিলে তাহাতে ১ কি ১১০ গ্রেণ পরিমাণ ভস্ম থাকে দেখা যায়, ইহাই ধাতব পদার্থ। কিন্তু এই ১ কি ১১০ গ্রেণ মধ্যে ১২টি ধাতব লবণই বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান আছে, আর এই ধাতব পদার্থ সকলই মৃত্তিকাদি হইতে গৃহীত হইয়াছে। জীব উক্ত গম আহার করিলে ধাতব পদার্থাদি জীবদেহে গৃহীত হয়। অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম। দুগ্ধ মনুষ্যের একটি প্রধান আহার্য বস্তু ; ইহাতে উক্ত ধাতব লবণ সকল বর্তমান আছে। ১৫,৪৪৩ গ্রেণ দুগ্ধে যে সকল পদার্থ বর্তমান আছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

পটাস্	০.৭৮
সোডা	০.২৩
লাইম	০.৩৩
ম্যাগ্নেসিয়া	০.০৬
আইরন	০.০০৪
ফসফরিক-অ্যাসিড	০.৪৭
ক্লোরিন	০.৪৪

এতদ্ভিন্ন ক্লোরিন ও সাইলিসিয়া অতি সামান্য পরিমাণে বর্তমান আছে। (Vide Bung's Manual P. 97)

দুগ্ধে নিম্নলিখিত পরিমাণে পদার্থগুলি বর্তমান আছে

দুগ্ধশর্করা ৪.৭০ ; ছানাময় পদার্থ ৩.৬৫ ; ঘৃতাক্ত পদার্থ ৩.৫৫ ;
ধাতব লবণাদি ০.৮০ ; জলীয় পদার্থ ৮৭.৩০।

* Element of Agricultural Chemistry, Prof. J.F. W. Jonnstone.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাইওকেমিক চিকিৎসার ইতিহাস	১	ফুট বাধ	১৪
বাইওকেমিষ্টি কি ?	৩	হটএয়ার বাধ	১৫
বাইওকেমিক ঔষধ সকলের নাম	৩	লোকাল কোল্ড বাধ	১৫
পীড়া কি ?	৫	ব্যাগ্রাম	১৫
চিকিৎসা কি ?	৬	মল	১৬
অগ্রান্ত চিকিৎসার উপকার হয়		মলের অবস্থা	১৭
কেন ?	৬	মলের বর্ণ	১৭
আরও যুক্তি	৭	প্রশ্রাব	১৮
সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ ব্যবহারের ফল		প্রশ্রাব পরীক্ষা	১৯
ও কারণ	৮	অ্যালবুমেন্ পরীক্ষা	২১
অতি সূক্ষ্মরূপে ঔষধ ব্যবহারের		রেনাল-কাষ্ট পরীক্ষা	২১
কারণ	৯	শর্করা পরীক্ষা	২২
ঔষধ চূর্ণ ব্যবহার করা উচিত কেন ?	৯	পিক্রিক অ্যাসিড পরীক্ষা	২২
কিভাবে চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হয়	৯	হোইস্নের পরীক্ষা	২৩
কোন কোন চূর্ণ ব্যবহার হয় ?	১০	প্রশ্রাবে শর্করার পরিমাণ স্থির	
কতক্ষণ অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করা		করিবার প্রণালী	২৩
কর্তব্য	১১	পিত্ত পরীক্ষা	২৩
ঔষধের মাত্রা	১১	প্রশ্রাব সহ পুঁজ নিঃসরণ	২৪
ঔষধের বাহু প্রয়োগ	১২	প্রশ্রাবের তলানি	২৪
কতকগুলি অত্যাৱশ্যকীয় কথা	১২	ঔধস্ফোপ বা বক্ষঃ পরীক্ষা যন্ত্র	২৫
স্নান	১২	শ্বাস-প্রশ্বাস	২৬
স্পঞ্জ বাধ	১৪	থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র	২৬
ওয়ার্ম বাধ	১৪	থার্মোমিটার ব্যবহার	২৭
সিঙ্গ বাধ	১৪	নাড়ী	২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পীড়াকালে নাড়ীর অবস্থা	৩১	জিহ্বা ও আশ্বাদন	৬২
জিহ্বা	৩১	জিহ্বা প্রদাহ	৬৪
আহার	৩৪	৪। ডিজিজেস্ অব দি টনসিল	
রোগীর পথ্য	৩৫	(টনসিলের পীড়া সমূহ)	৬৫-৭০
কৃত্রিম উপায়ে পরিপাক	৩৭	টনসিল প্রদাহ	৬৫
গুহৃদ্বার দিয়া পরিপোষণ	৩৮	পুরাতন টনসিল প্রদাহ	৬৩
শিশুর খাদ্য	৩৯	৫। ডিজিজেস্ অব দি ফেরিংস্	
পিচকারী প্রয়োগ (এনিমেটা)	৪১	(ফোরংসের পীড়া সমূহ)	৭০-৭৪
ত্বক নিম্নে পিচকারীর সাহায্যে		গলক্ষত	৭০
ঔষধ প্রয়োগ	৪১	পুরাতন গলক্ষত	৭১
রোগীর গৃহ	৪২	৬। ডিজিজেস্ অব দি ইমোকোগস্	
অভ্যাস	৪৪	(অন্ননালী পীড়া সমূহ)	৭৪-৭৬
সাধনতা	৪৫	৭। ডিজিজেস্ অব দি ষ্ট্রাক	
		(পাকস্থলীর পীড়া সমূহ)	৭৬-১০১
		পাকস্থলীর শৈথিল্য	
		ঝিল্লী প্রদাহ	৭৬
		পুরাতন পাকস্থলীর শৈথিল্য ঝিল্লী	
		প্রদাহ	৭৭
		পাকাশয়ের ক্ষত	৭৮
		পাকাশয়ের ক্যান্সার	৮০
		অজীর্ণতা	৮২
		পাকাশয়ের আক্ষেপিক বেদনা	৯২
		মুখ অথবা তালু হইতে রক্তস্রাব	৯৪
		বমন	৯৪
		রক্তবমন	৯৬
		হিক্কা	৯৯
		৮। ডিজিজেস্ অব দি ইণ্টেস্টাইন	
		(অন্ত্রের পীড়া সমূহ)	১০১-১৬০
		অন্ন প্রদাহ	১০১
১। ডিজিজেস্ অব দি ডাইজেষ্টিভ			
সিস্টেম্ (পরিপাক নালীর			
পীড়াসমূহ)	৪৭-৫৪		
মুখাভ্যন্তর প্রদাহ	৪৭		
২। ডিজিজেস্ অব দি টিথ এণ্ড			
গামস্ (দন্ত এবং দন্তমাটীর			
পীড়া সমূহ)	৫৪-৬১		
দস্তোদগম	৫৪		
দন্তমাটীর রক্তস্রাব	৫৮		
দাঁতকড়া	৫৯		
দাঁত বেদনা	৬০		
দন্তক্ষত	৬১		
৩। ডিজিজেস্ অব দি টাং			
(জিহ্বা পীড়া সমূহ)	৬২-৬৫		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অস্ত্রের শৈল্পিক বিস্তার প্রদাহ	১০২	ক্রিমি	১৫৫
ডিওডিনেল ; ডিওডিনেলের শৈল্পিক		কিভার স্থায় ক্রিমি	১৫৫
বিস্তার প্রদাহ	১০৩	গোল ক্রিমি, কেঁচোর স্থায় ক্রিমি	১৫৬
এন্টেরাইটিস ; অস্ত্র আবরণের		সূত্রবৎ ছোট ক্রিমি	১৫৮
প্রদাহ	১০৩	কেশ শীর্ষবৎ ক্রিমি	১৫৮
ক্রনিক ইন্টেস্টাইনেল ক্যাটার ;		ডিওডিনেমের ক্রিমি	১৫৮
পুরাতন অস্ত্র প্রদাহ	১০৪	গুহনির্গমন	১৬০
ফ্লেগমোস এন্টেরাইটিস ; অস্ত্রস্থ		৯। ডিজিজেস্ অফ দি	
শৈল্পিক বিস্তার পূঁজ প্রদাহ	১০৪	পেরিটোনিয়াম (পেরিটোনিয়াম	
ক্রুপস্ এন্টেরাইটিস্ ; অস্ত্রস্থ		পীড়া সমূহ)	১৬০-১৬৮
শৈল্পিক বিস্তার প্রবল প্রদাহ	১০৫	অস্ত্রাবরক বিস্তার টিউবার্কুল	১৬১
মিউকস্ কোলাইটিস্	১০৫	অস্ত্রাবরক বিস্তার প্রদাহ	১৬২
এ্যাপেন্ডিসাইটিস্	১০৬	তরুণ অস্ত্রাবরক বিস্তার প্রদাহ	১৬২
প্রক্টাইটিস্	১০৭	পুরাতন পেরিটোনাইটিস্	১৬৪
উদরাময়	১১০	উদরী, উদর মধ্যে জলসঞ্চয়	১৬৬
বালকদিগের উদরাময়	১১৪	১০। ডিজিজেস্ অফ দি লিভার	
রক্তাশায়	১১৭	(যকৃতের পীড়াসমূহ)	১৬২-১২০
ওলাউঠা	১২১	যকৃতে রক্তাধিক্য	১৬২
বালকদিগের ওলাউঠা	১৩০	যকৃত প্রদাহ	১৭০
বালকদিগের গ্রীষ্মকালীন		যকৃতাবরণ প্রদাহ	১৭২
উদরাময়	১৩২	তরুণ যকৃত সংকোচন	১৭৫
কোষ্ঠবদ্ধ, মলবদ্ধ	১৩৪	যকৃতের ক্রিয়া বিষয়া	১৭৬
শূলবেদনা	১৪০	জগ্টিস্ ; কামলা	১৭৭
অস্ত্রাবরোধ	১৪৩	শিশুর যকৃত পীড়া	১৭৯
অস্ত্রের রক্তস্রাব	১৪৫	যকৃত সংকোচন	১৮১
হাণিয়া বা অস্ত্রবৃদ্ধি	১৪৬	পিত্তশিলা	১৮৫
গুহদ্বার বিদারণ ও ক্ষত	১৪৮	যকৃতের নানাপ্রকার পীড়া	১৮৮
ভগ্নদ্বার	১৪৯	১১। ডিজিজেস্ অফ দি পাংক্রিয়াস	
অর্ধ	১৫২	(পাংক্রিয়াসের পীড়াসমূহ)	১২০-১২২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পাংক্রিয়াসের পুরাতন প্রদাহ	১২১	ঘুংড়ি কাসি	২২৩
১২। ডিজিজেস্ অফ দি ইউরিনেরি সিস্টেম (মূত্রাশয়ের পীড়া সমূহ)	১২২-২০১	লেরিংসের ঝিল্লী প্রদাহ জনিত ঘুংড়ি কাসি	২২৪
একিউট নিফ্রাইটিস	১২৫	লেরিংসের প্রদাহ জন্ম ঘুংড়ি কাসি	২২৬
ক্রনিক ব্রাইটস্ ডিজিজেস্	১২৬	কঠনালীর আক্ষেপিক ঘুংড়ি কাসি	২২৮
ক্রনিক নন-একজুডেটিভ	১২৭	পুরাতন স্বরযন্ত্র প্রদাহ	২২৯
নিফ্রোলিথিসেসিস্ ; মূত্রগ্রন্থির পাথুরী	২০০	লেরিংসের ক্ষয় পীড়া	২৩০
১৩। ডিজিজেস্ অফ দি ব্লাডার (মূত্রাশয়ের পীড়াসমূহ)	২০১-২১৪	ইভিমা অব দি লেরিংস	২৩১
মূত্রাশয় প্রদাহ	২০১	স্বরভঙ্গ	২৩১
মূত্রাশয়ের পুরাতন সর্দি পীড়া	২০৩	খাসনালীর পীড়া সমূহ	২৩৩
পাথুরী	২০৪	খাসনালীর প্রদাহ	২৩৩
মূত্রগ্রন্থির আক্ষেপিক বেদনা ও উত্তেজনা	২০৬	পুরাতন খাসনালী প্রদাহ	২৩৫
অসাড়ে মূত্রত্যাগ, শয্যামূত্র	২০৭	সৌত্রিক ঝিল্লী প্রদাহ	২৩৬
মূত্রাবরোধ	২০৯	খাসনালীর বিস্তৃতি	২৩৭
প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি	২১০	ইপানি, খাসকাস	২৪০
মূত্র সম্বন্ধীয় বিকৃতি	২১২	ফুসফুসের পীড়া সমূহ	২৪৪
১৪। ডিজিজেস্ অফ দি রেস্পিরেটরী সিস্টেম (খাসাশয়ের পীড়াসমূহ)	২১৪-২৭৮	ফুসফুসের রক্তাধিক্য	২৪৪
নাসিকার সর্দি	২১৪	ফুসফুসের শোধ	২৪৫
নাসিকার পুরাতন সর্দি	২১৫	রক্তোৎকাস	২৪৬
নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব	২১৮	ফুসফুস প্রদাহ	২৪৮
নাসিকার্শ	২২০	ক্যাটারেল নিউমোনিয়া	২৫১
লেরিংসের পীড়া সমূহ	২২২	পুরাতন সৌত্রিক ফুসফুস প্রদাহ	২৫৫
স্বরযন্ত্র প্রদাহ	২২২	ফুসফুস মধ্যে বায়ু সঞ্চয়	২৫৬
		ফুসফুসের পচন	২৫৯
		ফুসফুসের স্ফোটক	২৬০
		ক্ষয়কাস, যক্ষ্মাকাস	২৬০
		কফ ; কাসি	২৭০
		ফুসফুসাবরক ঝিল্লী প্রদাহ	২৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পুরাতন ফুস্ফুসাবরক		১৭। কনস্টিটিউশনেল ডিজিজেস্	
ঝিল্লী প্রদাহ	২৭৫	(সহজাত পীড়া সমূহ	৩১৩-৩৩৬
ফুস্ফুসাবরক ঝিল্লা		তরুণ রিউম্যাটিক বাত	৩১৩
মধ্যে বায়ু সঞ্চয়	২৭৫	পুরাতন বাত	৩১৫
১৫। ডিজিজেস অফ দি সার্কি-		পেশী বাত	৩১৬
উলেটরী সিষ্টেম (হৃদপিণ্ডের		গেঁটে বাত	৩১৯
পীড়া সমূহ)	২৭৮-২৯৬	বহুমূত্র	৩২২
হৃদপিণ্ডাবরণ প্রদাহ	২৭৯	শর্করাহীন বহুমূত্র	৩২৫
হৃদপিণ্ডাবরণ মধ্যে জল সঞ্চয়	২৮১	অস্থি পীড়া	৩২৮
পুরাতন হৃদপিণ্ডাবরণ		রিকেট	৩২৯
ঝিল্লী-প্রদাহ	২৮২	স্কর্বিউটস্ ; স্বর্ভী	৩৩৩
হৃদপিণ্ডের আভ্যন্তরিক		বালকদিগের স্বর্ভী পীড়া	৩৩৪
ঝিল্লী-প্রদাহ	২৮২	শুদ্ধতা, অন্ত্রক্ষয় পীড়া	৩৩৫
হৃদপিণ্ড-প্রদাহ	২৮৩	১৮। ডিজিজেস্ অফ দি	
হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি	২৮৪	স্পেশিয়েল পয়জন (বিশেষ বিষ	
হৃদস্পন্দন	২৮৫	দ্বারা উৎপন্ন পীড়াসমূহ)	৩৩৭-৪৩০
হৃদশূল	২৮৮	টাইফয়েড জ্বর	৩৩৭
ধমনীকর্কুদ	২৯১	সান্নিপাতিক জ্বর	৩৪২
বক্ষঃস্থ বৃহদ্রমনীর ধমনীকর্কুদ	২৯২	সবিরাম জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর	৩৫২
উদরের বৃহদ্রমনীর ধমনীকর্কুদ	২৯২	কালাজ্বর	৩৫৯
ভেরিকোজ ভেইন	২৯৪	পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর	৩৬২
রক্তাল্পতা ; এনিমিয়া	২৯৪	স্বপ্নবিরাম জ্বর	৩৬৯
ক্রোরোসিস্ ; রক্তাল্পতা	২৯৬	শিশুদিগের স্বপ্নবিরাম জ্বর	৩৭২
অতিশয় ও কষ্টকর রক্তাল্পতা	২৯৬	পীত জ্বর	৩৭৫
১৬। ডিজিজেস্ অফ দি গ্যাণ্ডস		ভেজুজ্বর	৩৭৯
(গ্রন্থি পীড়া সমূহ)	৩০২-৩১৩	ইনফ্লুয়েঞ্জা	৩৮০
গণ্ডমালা	৩০৫	ওলাউঠা	৩৮২
গলগণ্ড	৩০৯	এপিডেমিক-মেনিঞ্জাইটিস	৩৮২
এক্স-অপ্‌থ্যালমিক গয়েটার	৩১১	প্রোগ্	৩৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
✓ বসন্ত	৩২১	প্রলাপ	৪৫৮
✓ জল বসন্ত	৩২৭	পাগল ; মস্তিষ্ক বিকৃতি	৪৬০
মিলমিলা, হাম	৩২২	মেনিয়া	৪৬০
জাঞ্জন মিঞ্জলস্ বা রথলেম	৪০০	মনোমেনিয়া	৪৬১
স্ফাল্ট জ্বর	৪০২	ডিমেনসিয়া	৪৬২
ডিপ্ থিরিয়া	৪০৬	ইডিয়সী	৪৬৩
ইরিসিপেলস্	৪১০	মাতলাম	৪৬৫
বেরি-বেরি	৪১৪	মদাত্যয়	৪৬৬
রক্তচুষ্টি	৪১৮	মর্ফিনিজম্	৪৬৯
কর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহ	৪১৯	রৌদ্রনাগা	৪৭০
হৃৎকাসি	৪২১	২০। ডিজিজেস্ অফ দি স্পাইন্	
অ্যানথাক্স	৪২৩	এণ্ড নার্ভ (মেরুমজ্জা ও	
জলাতক	৪২৫	স্নায়ু পীড়া সমূহ)	৪৭২-৪৭৭
ধনুষ্টকার	৪২৭	মেরুমজ্জাবরণ প্রদাহ	৪৭২
১৯। ডিজিজেস্ অফ দি ব্রেণ এণ্ড		মেরুমজ্জা প্রদাহ	৪৭৩
ইটস্ মেম্ব্রেণস্ (মস্তিষ্ক ও		মেরুমজ্জার রক্তাধিক্যতা ও	
তদাবরক বিল্লীৰ পীড়া		রক্তহীনতা	৪৭৫
সমূহ)	৪৩০-৪৭২	মেরুমজ্জার রক্তস্রাব	৪৭৫
মস্তিষ্কাবরণ বিল্লী প্রদাহ	৪৩০	মেরুমজ্জা মধ্যে অর্কী দ	৪৭৫
টিউবার্কুলজমিত মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ	৪৩১	মেরুমজ্জার আলোড়ন	৪৭৬
মাথাধরা, শিরঃপীড়া	৪৩৪	মেরুমজ্জার উত্তেজনা	৪৭৬
শিবোবর্ণন	৪৪০	২১। ডিজিজেস্ অফ দি পেরি-	
সন্ন্যাস	৪৪২	ফেরাল নার্ভ (পেরিফেরাল	
মস্তিষ্ক প্রদাহ	৪৪৭	স্নায়ুর পীড়া সমূহ)	৪৭৭-৫১১
মস্তিষ্ক চাপন	৪৪৮	নিউরাইটিস্ স্নায়ুর প্রদাহ	৪৭৭
মস্তিষ্ক আলোড়িত	৪৪৮	মূর্ছা	৪৭৮
মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়	৪৫০	আক্ষেপ ও তড়কাদি	৪৮০
মস্তিষ্কশূল	৪৫২	পক্ষাঘাত	৪৮২
নিদ্রা	৪৫৪	স্নায়ুশূল	৪৮৪

বিষয়,	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অর্ধশিরঃশূল ; আধকপালে	৪২৩	প্রমেহ	৫৫২
লম্বাগো	৪২৫	অনৈসর্গিক রেতঃস্খলন	৫৫৬
সায়োটিকা ; সায়োটিক স্নায়ুর বেদনা	৪২৬	ধাতুস্খলন	৫৫৮
কটী-বাত বা কোমরে বেদনা	৪২৮	উপদংশ (সিকিলিস)	৫৫১
মূর্ছাবায়ু	৪২২	২৫। ডিজিজেস্ অফ দি ফিমেলস্	
স্নায়বিক দুর্বলতা	৫০২	(স্ট্রীলোকের পীড়াসমূহ)	৫৫৭-৫২৫
ধ্বজভঙ্গ	৫০৩	ঋতুশ্রাব	৫৫৭
মুগী	৫০৪	স্বল্পরজঃ	৫৫৮
কোরিয়া	৫০৮	কষ্টরজঃ	৫৬১
২২। ডিজিজেস্ অফ দি ইয়ার		রক্তপ্রদর	৫৬৫
(কর্ণপীড়া সমূহ)	৫১১-৫১৭	শ্বেতপ্রদর	৫৬৭
২৩। ডিজিজেস্ অফ দি আই		জরায়ু প্রদাহ	৫৬২
(চক্ষুপীড়া সমূহ)	৫১৭-৫৩৬	জরায়ুর আভ্যন্তরিক বিল্লী প্রদাহ	৫৭০
চক্ষু উঠা	৫১৭	জরায়ু নির্গমন	৫৭২
ক্যাটারেল অপ্‌থ্যালমিয়া	৫১৮	ওভেরি প্রদাহ, ডিম্বকোষ প্রদাহ	৫৭৫
পুরুলেণ্ট অপ্‌থ্যালমিয়া	৫১২	ওভেরি অর্কুদ	৫৭৮
পিশুদিগের পূঁজ চক্ষুপ্রদাহ	৫২১	পর্জীবস্থা	৫৭৮
গণোরিয়াল অপ্‌থ্যালমিয়া	৫২৩	প্রান্তর্বমন	৫৭৯
আইরাইটিস	৫২৫	প্রসব বেদনা ও গর্ভ	৫৮০
আঞ্জনি	৫৩১	গর্ভশ্রাব	৫৮৪
গ্রানুলার আইলিড	৫৩২	দুগ্ধ জ্বর	৫৮৬
চক্ষু দিয়া জল পড়া	৫৩৩	ঠুনকা	৫৮৭
ছানি	৫৩৪	স্মৃতিকা জ্বর	৫৮৯
২৪। ডিজিজেস্ অফ দি মেল অর্গান		স্মৃতিকা-আক্ষেপ	৫৯১
অফ জেনারেসন্স (পুংজননেন্দ্রিয়		স্মৃতিকা-উন্নাদ	৫৯৩
পীড়া সমূহ)	৫৩৭-৫৫৭	পিওরপার্ল মেনিয়া	৫৯৪
অণুকোষ প্রদাহ	৫৩৭	২৬। ডিজিজেস্ অফ দি চিল্ড্রেন	
একশিরা	৫৩৮	(শিশু-পীড়া সমূহ)	৫৯৫-৫৯৯
কোরণ্ড	৫৪১	আক্ষেপ	৫৯৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দস্তোদগম	৫২৬	ইনফ্লামেশন ; প্রদাহ	৬৪১
২৭। ডিজিজেস্ অফ দি স্কিন		অ্যাবসেস ; ফোটক	৬৪৭
(ত্বক পীড়া সমূহ)	৫২২-৬২০	বয়েলস ; ব্রণ	৬৫২
একপ্রকার প্রাদাহিক ত্বকের পীড়া	৫২২	কার্বাকুলস্ ; ছুষ্টব্রণ	৬৫৪
শিশুদের ক্ষত	৬০০	ছড়িয়া যাওয়া, মচকাইয়া যাওয়া	৬৫৬
রেজিওলা, লালবর্ণ চাকড়া দাগ	৬০১	পুড়িয়া যাওয়া ও ঝলসান	৬৫৭
শীতপিত্ত	৬০১	ভ্যাকুসিনেসন্ ; টিকা দেওয়া	৬৬১
ইচিং অব দি স্কিন	৬০২	আঙ্গুলহাড়া	৬৬১
লাইকেন	৬০৩	পদতলের ঘর্ষ	৬৬৩
ষ্ট্রফুলস ; রেড-গম টুথ-র্যাস	৬০৪	টো-নেলস্ ; নখ বৃদ্ধি	৬৬৪
ধুঁকি খুস্কি	৬০৪	হিপ্-জয়েন্ট পীড়া	৬৬৪
সোরায়েসিস	৬০৫	হেমরেজ ; রক্তশ্রাব	৬৬৬
হার্পিজ	৬০৬	ওজিনা ; পিনাস	৬৬৭
একজিয়া	৬০৭	পেইন ; বেদনা	৬৬৮
ইম্পিটিগো	৬০২	কর্ণস্ ; কড়া	৬৭০
একনি, পিম্পলস্ ; মুখব্রণ	৬০২	প্রীহা প্রদাহ	৬৭০
সিকোসিস, বার্বারস্ ইচ	৬১০	প্রীহা পীড়া	৬৭৩
লেন্টিগো ; ফ্রিকলস্	৬১১		
চিলরেন ; ত্বকের সামান্য প্রদাহ	৬১১	২২। ক্যান্সার ; কার্জিনোমা	
দক্ষ	৬১৬	(কর্কট পীড়া)	৬৭৫-৬৮০
ক্ষত	৬১৭	স্কিরস ক্যান্সার, মেডুলারি ক্যান্সার,	
২৮। জ্বাদার ডিজিজেস্		কোলইড ক্যান্সার, এপিথিলিয়েল	
(অগ্নাত পীড়া সমূহ)	৬২০-৬৬২	ক্যান্সার, ওষ্ট্রাইড ক্যান্সার	৬৭৬
জ্বর	৬২০	ক্যান্সার অফ দি ব্রেষ্ট, ক্যান্সার	
শোধ	৬৩১	অফ দি লিপ, ক্যান্সার অফ দি	
দুর্বলতা	৬৩৬	স্কিন, ক্যান্সার অফ দি ষ্টম্যাক,	
ক্ষুধা	৬৩৬	ক্যান্সার অফ দি টেস্টিকেল,	
ধর্ষতা	৬৩৮	ক্যান্সার অফ দি টং	৬৭৭
আঘাতাদি জনিত ক্ষত	৬৪০	ক্যান্সার অফ দি উম্ব	৬৭৮

বিঃদ্রঃ—সমস্ত রোগের ঠিক মত বাংলা নাম না থাকায় সম্ভব মত রোগের বাংলা নাম বৃদ্ধান হইয়াছে।

বাইওকেমিস্ট্রী কি ?

এই সকল কথা বাঙ্গালা ভাষায় বুঝান অতি কঠিন, তবে যতদূর সাধ্য তাহার চেষ্টা করা গেল। বাইয়স্ (Bios) একটি গ্রীক শব্দ, ইহার অর্থ লাইফ (life) অর্থাৎ জীবন; কেমিস্ট্রী শব্দের অর্থ রসায়ন। এজন্য ইহার শব্দার্থ করিতে হইলে জীবন রসায়ন কথা হয়। কিন্তু ইহাতে ঠিক অর্থ বোধগম্য হয় না। আমরা ইহার অর্থ বোধগম্য করিয়া না দিলে পাঠকের কোতূহল প্রশমিত হইবে না। আমাদের শরীর জান্তব অর্থাৎ অর্গ্যানিক ও ধাতব অর্থাৎ ইন্-অর্গ্যানিক নামক দুইটি পদার্থের সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা জীবিতাবস্থায় অস্থি, মজ্জা, মাংসপেশী ইত্যাদি নির্মিত হইয়া জীবন ধারণ ও রক্ষা হইতেছে। জান্তব পদার্থচয় ধাতব পদার্থসহ মিলিয়া এই ঘটনা হইয়া থাকে। জীবিতাবস্থায় উক্ত ধাতব পদার্থের পরিমাণাভাব প্রযুক্ত যখন জান্তব পদার্থনিচয় অকাঙ্ক্ষণীয় হয়, তখন উক্ত ধাতব পদার্থনিচয় ঔষধরূপে সেবন দ্বারা অভাব পূরণ করত জান্তব পদার্থসমূহকে কার্যোপযোগী করিয়া থাকে। জীবিতাবস্থায় এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সর্বদা সম্পন্ন হয় বলিয়াই, ইহা বাইওকেমিস্ট্রী বা জৈব-রসায়ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন বাইওকেমিস্ট্রী ও হোমিওপ্যাথি একই পদার্থ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। উভয় মতের চিকিৎসা একেবারে স্বতন্ত্র। হোমিওপ্যাথিক মূলমন্ত্র "সমঃ সমং সময়তি" অর্থাৎ যে ঔষধদ্রব্য সেবনে বিযক্রিয়া দ্বারা যে যে লক্ষণ বা পীড়া উৎপন্ন হয়, সেই সেই পীড়া বা লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেই ঔষধদ্রব্য সূক্ষ্ম-রূপে প্রয়োগ দ্বারা তত্তৎলক্ষণ বা পীড়া আরোগ্য করা। আর বাইওকেমিস্ট্রীর মূল মন্ত্র হইতেছে যে প্রকৃত বস্তুদ্বারা অভাব পূরণ করা" অর্থাৎ যে যে দ্রব্যের অভাব বা হানতা প্রযুক্ত যে পীড়া বা লক্ষণ উপস্থিত হয়, ঠিক সেই পদার্থ দ্বারা উক্ত অভাব বা হানতা পূরণ করিয়া উক্ত লক্ষণ বা পীড়ার শাস্তি করা।

বাইওকেমিক ঔষধ সকলের নাম

ঔষধ সকলের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	সাঙ্কেতিক নাম
১। Calcareo Flouricum	Cal. Flour.	C. F.
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোরিকম্	ক্যাল্-ফ্লোর	সি. এফ্
২। Calcareo Phosphoricum	Cal. Phos.	C. P.
ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকম্	ক্যাল্-ফস	সি. পি

৩। Calcareo Sulphuricum	Cal. Sulph.	C. S.
ক্যাল্কেরিয়া সল্ফিউরিকম্	ক্যাল্-সল্ফ	সি. এন্স
৪। Ferrum Phosphoricum	Fer. Phos.	F. P.
ফেরম্ ফস্ফরিকম্	ফের-ফস্	এফ. পি
৫। Kali Muriaticum	Kali. Mur.	K. M.
কেলি মিউরিএটিকম্	কেলি-মিউর	কে. এন্স
৬। Kali Phosphoricum	Kali. Phos.	K. P.
কেলি ফস্ফরিকম্	কেলি-ফস্	কে. পি
৭। Kali Sulphuricum	Kali. Sulph.	K. S.
কেলি সল্ফিউরিকম্	কেলি-সল্ফ	কে. এন্স
৮। Magnesia Phosphoricum	Mag. Phos.	M. P.
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফরিকম্	ম্যাগ্-ফস্	এন্স. পি
৯। Natrum Muriaticum	Nat. Mur.	N. M.
নেট্রম্ মিউরিএটিকম্	নেট্-মিউর	এন্স. এন্স
১০। Natrum Phosphoricum	Nat. Phos.	N. P.
নেট্রম্ ফস্ফরিকম্	নেট্-ফস্	এন্স. পি
১১। Natrum Sulphuricum	Nat. Sulph.	N. S.
নেট্রম্ সল্ফিউরিকম্	নেট্-সল্ফ	এন্স. এন্স
১২। Silicea	Silic.	Sil.
সাইলিসিয়া	সিলিক্	সিল্

পূর্বোক্ত দ্বাদশটি মাত্র ধাতব লবণই আমাদের শরীর রক্ষার প্রধান উপকরণ ; এবং এই কয়েকটির ন্যূনতাই পীড়ার কারণরূপে কথিত ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । মহামতি ডাঃ গুস্‌লার বলেন এই কয়েকটি ভিন্ন আরও কয়েকটি সামান্য ধাতব লবণ শরীর মধ্যে বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহারা ঔষধার্থে আবশ্যিক হয় না । তিনি তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থায় লিখিত শেষ সংস্করণ পুস্তকে ক্যাল্কেরিয়া সল্ফের আবশ্যিকতা অনুভব করেন নাই, তিনি বলেন ক্যাল্কেরিয়া সল্ফের পরিবর্তে নেট্রম-ফস ও সাইলিসিয়া ব্যবহার করা উচিত । কিন্তু অন্যান্য চিকিৎসকগণ ইহার উপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন । এজন্য আমরা উহা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না ; ইহা ব্যতীত জল আমাদের শরীর ধারণের জন্য প্রধান উপযোগী পদার্থ ।